বাংলা হরফ কেন সবার সেরা

বাংলা হরফ কেন সবার সেরা

উজ্জ্বল চক্রবর্তী

বাংলা হরফ কেন সবার সেরা
উজ্জ্বল চক্রবর্তী

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : জুন ২০২০

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

অলংকরণ ও নানা ঢেউয়ের নকশা
সুমন্ত অধিকারী

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স ১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা
দে'জ পাবলিশিং কলেজ স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য : ২৫০ টাকা

Bangla Harof Keno Sobar Sera by Ujjal Chakraborty Published By Kobi Prokashani 85 Concord Emporium 253-254 Elephant Road Kantabon Dhaka 1205 First Edition: June 2020
Cell: +8801717217335 Phone: 02-9668736
Price: 250 Taka RS 250 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: www.kobibd.com

ISBN: 978-984-94412-7-4

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

অপর্ণা সেন

রিনাদি,
আঁকার এই বইটা তোমার জন্য।
তুমি যেহেতু আমায়
বিস্তীর্ণ গঙ্গার বুকে
রং বদলের খেলা দেখতে শিখিয়েছিলে।
অমাবস্যার তারায় তারায়
এবং বৈশাখের মাঝ-দুপুরে
দেখিয়েছিলে—
অকূল গঙ্গা কেমন গভীর নীল
কিংবা ক্রুদ্ধ কমলা হয়ে যায়।

আমি কৃতজ্ঞ

সন্দীপ রায় ॥ সত্যজিৎ রায়ের আঁকা হরফ নিয়ে আমায় চিন্তা ভাবনা করার সাহস দিয়েছেন। স্বাধীনতাও দিয়েছেন।

রাজশ্রী রাহা ॥ যে শিশু ৮ বছর বয়স থেকেই আমার আঁকা হরফ জমিয়ে রাখত। পরে আমাকেই ভালোবেসে খুঁজে নিয়েছে।

কৃষ্ণেন্দু চাকী ॥ তুলির টানে তিন ধশক যে মাতিয়ে রেখেছে।

সৌরভ চক্রবর্তী ॥ খেরোর খাতায় আমার হাতের লেখা দেখলেই ফটো তুলে মেঘে ভাসিয়ে দেয় সৌরভ। এ সব ঘটলে কি হরফ আঁকা ছাড়া যায়?

বাণীব্রত মুখোপাধ্যায় ॥ সত্যজিৎ রায়ের যে হরফ হারিয়ে ফেলেছি, তা মাঝরাতেই খুঁজে দিয়েছেন বাণীদা।

অয়ন দত্ত ॥ আশ্চর্য পড়ুয়া অয়ন আমায় উপহার দিয়েছে সুধীর মৈত্র আর পূর্ণেন্দু পত্রীর আঁকা যত হারানো হরফ। সবই লুকোনো আছে ওদের আদ্যিকালের সিন্দুকে। জাহাঙ্গীর বাদশার আমলে ওটা এসেছিল অয়নের বাড়িতে। (কেউ জানে না!)

পূণ্যব্রত পত্রী, বুকু মুনশী বাগচী, মুঞ্জিনী বাগচী।

এটা কি শুধুই হরফের বই?

হরফের এক টুকরো ইতিহাসও এই বইতে নেই। বরং সব ভুলে গিয়ে আমি শুধু তাকিয়ে থেকেছি বাংলা হরফের দিকে। কিংবা সারি সারি বাংলা হরফের দিকে। কী দেখেছি? দেখেছি, বাংলা হরফের রূপ ধরে সারি দিয়ে হেঁটে চলেছে পান আর শামুক!

কিন্তু এই হেঁয়ালির মানেটা কী? পান আর শামুক আবার হাঁটতে পারে নাকি?

আসলে পান আর শামুক বলতে আমি বোঝাচ্ছি ত্রিভুজ আর চক্র। পান হল ত্রিভুজের মতো দেখতে। যেমন—'ব'। আর 'ত' হল শামুকের মতো। যে কোনও বাংলা বইয়ের দিকে এক ঝলক তাকালেই মনে হয়, মিছিল করে এগিয়ে চলেছে ত্রিভুজ আর চক্রের ঝাঁক। অর্থাৎ পালে পালে পান আর শামুক!

কিন্তু শুধুই কি তা-ই?

শুধু এইটুকু হলে আর বইটা লেখার দরকারই হত না।

তাহলে আরও কী আছে?

আরও যেটা আছে, সেটা হল, এই পান শামুকদের সাজানোর অদ্ভুত একটা কায়দা। একটাই কায়দা।

সেটা কী রকম?

এমনভাবে তাদের সাজানো থাকে, যাতে মনে হয়—বাংলায় ছাপা লেখার লাইন জুড়ে বয়ে চলেছে ঢেউয়ের পরে ঢেউ। শত শত, হাজার হাজার ঢেউ।

ঢেউগুলো কিন্তু চোখে দেখা যায় না। কিন্তু বাংলা বইয়ের পাতায়

পাতায় দিব্যি টের পাওয়া যায় ওদের নাচানাচি। যেন ইস্কুলের মাঠে ছুটির পর অগুন্তি বাচ্চার হুল্লোড়।

কিন্তু কী করে জন্ম নেয় অদৃশ্য এই ঢেউয়ের দল?

এই ঢেউদের কি মাপা যায়?

ওদের হালচাল কি আগে থেকেই বলে দেওয়া যায়?

মাপতে গেলে অঙ্ক লাগবেই। কোনও একটা মানানসই অঙ্ক। ভেবেচিন্তে মনে হল, খুব সরল ত্রিকোণমিতি দিয়ে বাংলা হরফের এই ঢেউদের মাপা যায়।

আর মাপার সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা গেল—বাংলা হরফ কেন এত সুন্দর। কীসের দৌলতে সুন্দর। সেটা বোঝা যাবে এই বইটা পড়লে।

তার মানে, এটা যেমন হরফের বই, তেমনই আবার ছোট্ট করে এটা অঙ্কেরও বই। ছোট্ট অঙ্ক। মিষ্টি অঙ্ক। যে অঙ্কটা কষতে হয় না। যে অঙ্কটার দিকে তাকিয়ে থাকলেই সেটার উত্তর মিলে যায়। আজব অঙ্ক! কারণ এই অঙ্কটা গজিয়ে উঠেছে বাংলা হরফ থেকে।

বাংলা হরফের দিকে তাকিয়ে থাকার মজা হয়তো আরও একটু বাড়িয়ে দেবে এই ছোট্ট বই।

মাতৃভাষার দিকে চেয়ে থাকার মজাই আলাদা।

উজ্জ্বল চক্রবর্তী

কলকাতা, জানুয়ারি ২০২০

একটাই শব্দ ॥ অভিযান ॥ একজনই শিল্পী ॥
কত রূপে শিল্পী কল্পনা করেছেন শব্দটিকে ॥
সত্যজিৎ রায় ॥ ১৯৬২

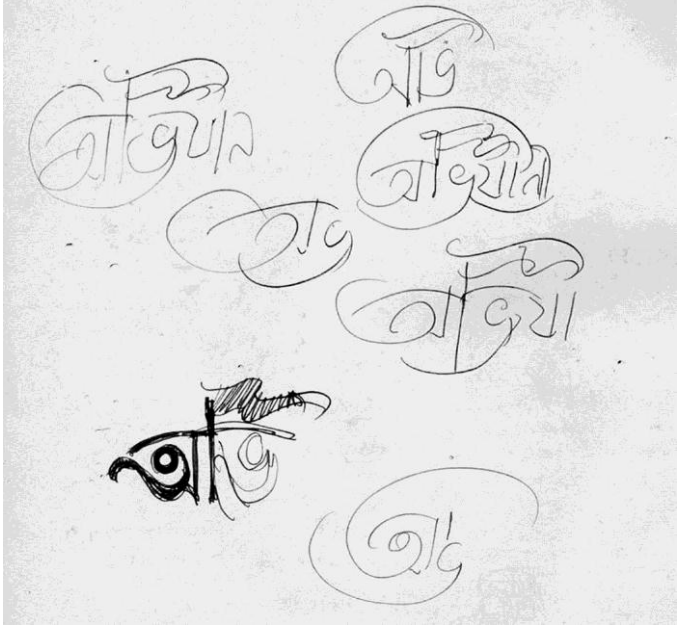

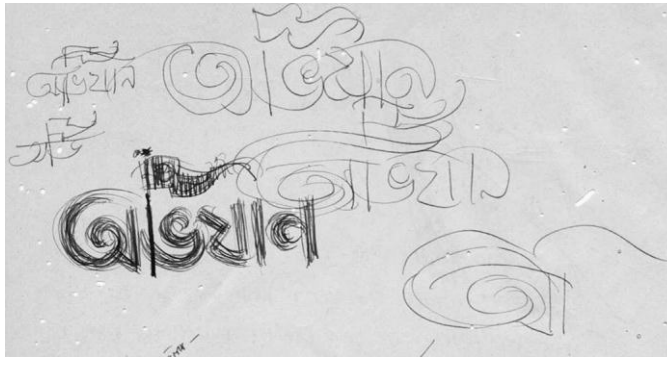

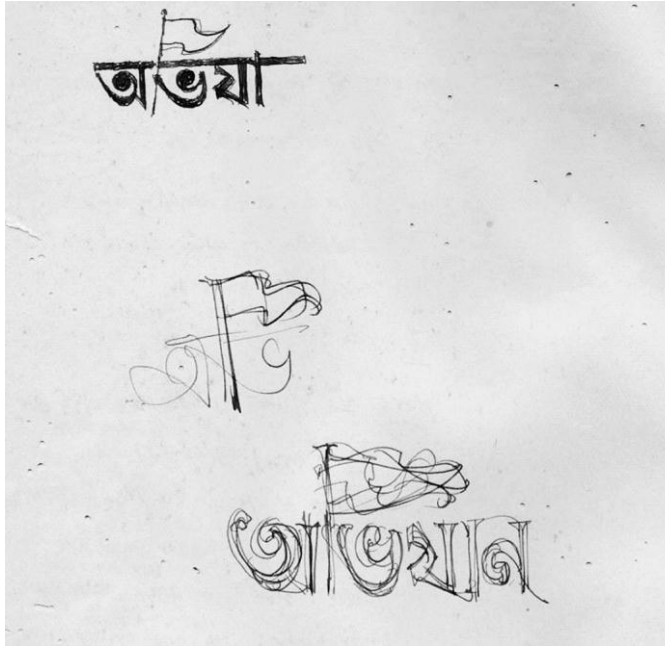

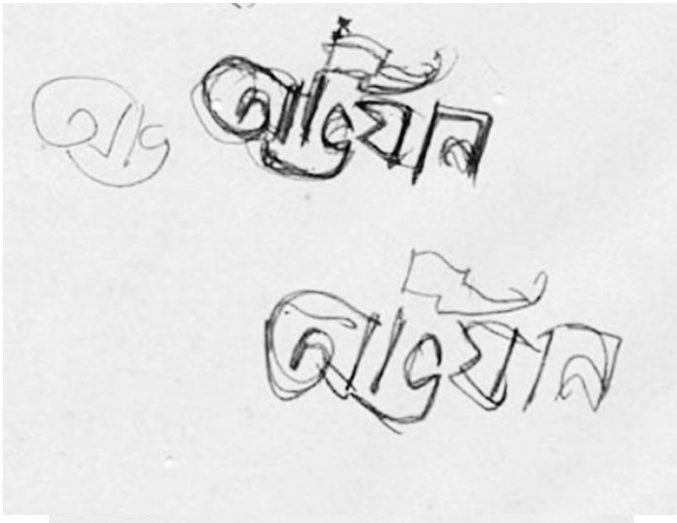
অভিযান
অভিযান

অভিযান

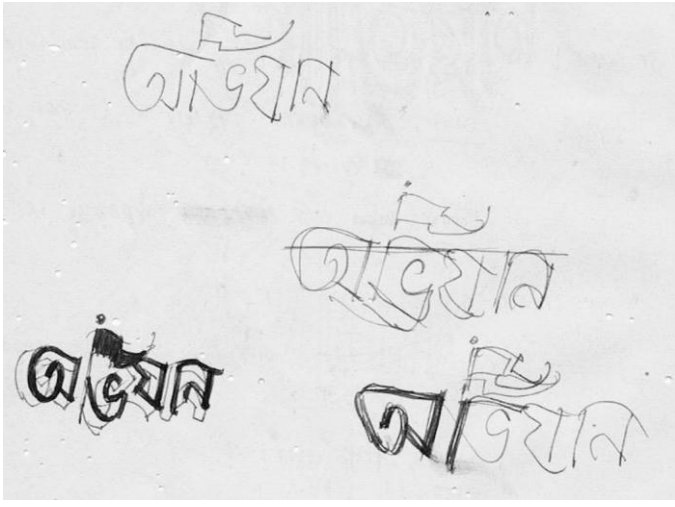
অভিযান
অভিযান
অভিযান
অভিযান

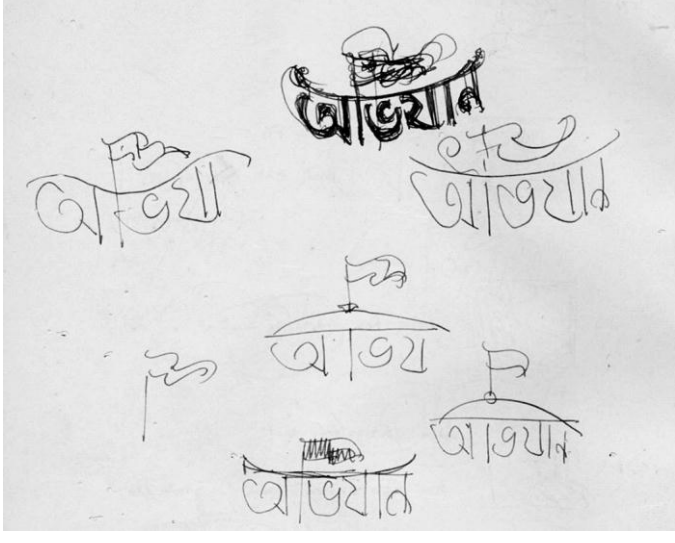
অভিযান
অভিযা
অভিযান
অভিয
অভিযান
অভিযান

পান শামুকের খেলা

বাংলা হরফের গড়ন

॥ প্রথম পর্ব ॥

বাংলা হরফের বুকের মধ্যে লুকানো পাঁজর আছে। প্রতিটা হরফের বুকে। ওই পাঁজরের দৌলতেই বাংলা হরফ দেখতে এত মজবুত। এখানেই শেষ নয়। বাংলা হরফের আছে মেরুদণ্ড আর হাত। আছে লেজও।

হ্যাঁ। প্রতিটা বাংলা হরফেরই এই সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাকে।

কিন্তু ওরা এলো কোথা থেকে? আর কবেই বা ওরা জুড়ে গেল বাংলা হরফের সঙ্গে?

এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে আমাদের শুরু করতে হবে একেবারে শিকড় থেকে। কোন শিকড়?

বাংলা হরফের মূল গড়নগুলো কী? আসুন, এই প্রশ্নের উত্তরের খোঁজে বেরিয়ে পড়ি।

শামুকের পাশে পান

পান আর শামুক পাশাপাশি রেখে দেখেছেন কোনোদিন? এখানে পান মানে কিন্তু সাজা-পান। অর্থাৎ মুখে পোরার ঠিক আগে পানের যে চেহারাটা থাকে, সেই চেহারার কথাই বলছি। মানে ত্রিভুজ।

এই রকম একটা সাজা পান ধবধবে সাদা পরিষ্কার কাগজে শুইয়ে রাখুন। এটার পাশেই এবার শামুক রাখার পালা। পানের পাশেই শামুক রাখার চিন্তাটাই বেশ কষ্টদায়ক। কারণ শামুকের ভিতর জমাট মাটি থাকে। সেটাকে পানের পাশে রাখলে সেই পান আর কেউ চিবোতে চাইবে না।

তাহলে পাশাপাশি পান শামুক রাখার কথা উঠছে কেন?

কারণটা অদ্ভুত। আসলে আমরা বাংলা অক্ষরের মূল নকশাটা বোঝার চেষ্টা করছি। ভেবে দেখেছি, পান আর শামুকের মধ্যেই লুকিয়ে আছে সমস্ত বাংলা হরফ। বাংলা অক্ষরকে দেখার এটাও একটা সহজ উপায়।

শুধু পান আর শামুক দিয়েই সমস্ত বাংলা অক্ষর লেখা যায়। চেষ্টা করে দেখুন। পাড়ার দোকানে সাজা পান হয়তো পেয়ে যাবেন, কিন্তু হুট করে শামুক পাবেন কোথায়? এটাই ভাবছেন কি?

কিংবা আপনি এখন কি নদীর তীরে বসে আছেন? তাহলে তো শামুক পাবেন হাতের কাছেই। কিন্তু পানের দোকান এখানে কোথায়? দুটো জিনিস চট করে একসঙ্গে পাওয়াই মুশকিল।

তাহলে একটা কাজ করা যাক। পান আর শামুক সাজানোর খেলাটা আমরা মনে মনেই খেলি।

ভাবুন, আপনি লিখবেন একটি মাত্র শব্দ–

কত

এই শব্দটা লিখতে কটা পান আর কটা শামুক লাগছে আপনার?

খুব সোজা। একটা মাত্র সাজা-পান কাগজের উপর রেখেই আপনি লিখতে পারেন ব।

এবার ব-এর পিঠে ছোট্ট একটা শামুক সেঁটে দিন। অমনি সেটা হয়ে গেল 'ক'।

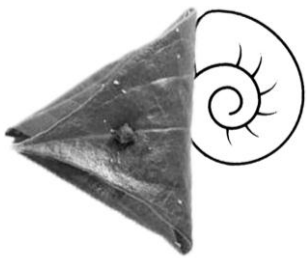

এবার 'ত' লিখবেন কীভাবে? আরো সোজা।

একটা বড় শামুক নিন। তার খোলসের ডগাটা ভেবে নিন। তারপর ওই ডগাটা মনে মনে বসিয়ে দিন এই সোজা পানের পাশেই। দেখুন,

এবার যেটা আপনি পেলেন, সেটা ত ছাড়া আর কিছুই নয়।

তাহলে 'কত' লিখতে আমাদের লাগছে একটা সাজা পান। আর দুটো শামুক।

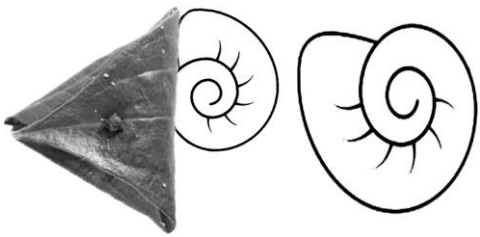

এই ভাবেই সাজা পান আর শামুকের ডগা দিয়ে বাংলা ভাষার সমস্ত অক্ষর লিখে ফেলা যায়। (প্রতিটা এখানে আর করে দেখাচ্ছি না।)

এতদূর বলেই আরও একটা কথা মনে ভেসে এলো। সেটা হলো, সাজা পান আর শামুকের ডগায় দুটো অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে।

প্রথমে সাজা পানের কথাটাই বলি। অর্থাৎ ত্রিভুজের কথা। মানুষ যত রকম কাঠামো নিজেই বানিয়েছে, তার মধ্যে ত্রিভুজ হলো সবচেয়ে

শক্ত-পোক্ত। আসুন, ত্রিভুজ আর চতুর্ভুজের মধ্যে আমরা একটা প্রতিযোগিতা লাগিয়ে দিই। দেখি কে যেতে। (এ যেন কতকটা বাঘ আর সিংহের প্রতিযোগিতার মতো। কার শক্তি যে বেশি, বাইরে থেকে দেখে সেটা বোঝার উপায় নেই।)

ছোটরা যে শ্লেটের উপর খড়ি দিয়ে লিখত (হয়তো এখন লেখে)– সেই শ্লেট বাঁধানো থাকে চৌকো একটা কাঠের প্রেম দিয়ে। মনে করুন, শুধু এই ফ্রেমটাকে আপনি শ্লেট থেকে আলাদা করে খুলে নিলেন। তারপর সেটাকে আপনি বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধরে টেবিলে দাঁড় করিয়ে রাখুন। তারপর ডান হাত দিয়ে একটা চড় মারুন ওই ফ্রেমের গায়ে। দেখবেন অল্প চড়েই একপাশে মচকে গিয়ে ফ্রেমটা যে চেহারাটা নেবে, সেটাকে জ্যামিতির ভাষায় বলে রম্বস– যাকে বাংলায় বলা যায় 'অসমকোণী চতুর্ভুজ'।

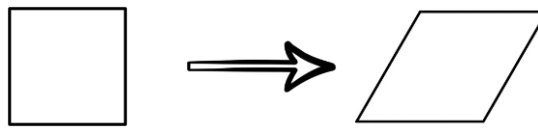

এইভাবে হুট করে যখন-তখন রম্বস হয়ে যায় বলেই বড় বড় সেতুর কাঠামো ইস্পাতের চতুর্ভুজ দিয়ে তৈরি হয় না। তৈরি হয় আরও মজবুত কোনো জ্যামিতিক আকৃতি পাশাপাশি সাজিয়ে। বেশি মজবুত সেই আকৃতিটা যে কী– সেই কথাতেই এবার আসছি।

সেটাই হলো সাজা পানের আকৃতি! সাজা পানের মতো শক্ত পোক্ত আকৃতি এই পৃথিবী গ্রহে আর কোনো জিনিসের আছে কি না সন্দেহ আছে।

কিন্তু এটার প্রমাণ কী?

ওই শ্লেটের কাঠ দিয়েই এবার আপনি সাজা পানের আকৃতির একটা ত্রিভুজ তৈরি করুন। তারপর আপনি আগের মতোই সেটাকে বাঁ

হাত দিয়ে ধরে টেবিলের উপর দাঁড় করান। এবার ডান হাত দিয়ে ওই কাঠের ত্রিভুজে একটা চড় মারুন। অবাক কাণ্ড! ত্রিভুজটা কিন্তু মচকে গিয়ে একপাশে শুয়ে পড়বে না। একগুঁয়ে ছেলের মতো মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়েই থাকবে! এটাই হলো ত্রিভুজের জোর। ত্রিভুজের কাঠামোর মধ্যেই এই শক্তিটা ধরা আছে।

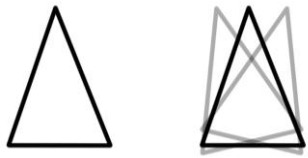

তাই বলে কি ত্রিভুজ ভাঙা যায় না? চেষ্টা করুন। কষে চড় মারুন এই ত্রিভুজের গায়ে। ত্রিভুজটা তাতে দুমড়ে ভেঙে পড়বে। কিন্তু মচকে গিয়ে একপাশে হেলে পড়বে না।

বড় বড় সেতুর নকশা আঁকা হয় ত্রিভুজের এই গুণের উপর নির্ভর করে। ভেবে দেখুন, সারি সারি ইস্পাতের ত্রিভুজ পাশাপাশি জুড়ে যদি একটা সেতু তৈরি হয়, তাহলে সেই সেতুর গায়ে ফাটল ধরার কোনো ভয়ই থাকবে না। আর কোনো দিন সেটা ভেঙেও পড়বে না।